জাবিতে ৪ ছাত্রলীগ কর্মী বহিষ্কার

জাবি প্রতিনিধি

৬ আগস্ট ২০২৩ ০৫:১৯ পিএম | আপডেট: ৬ আগস্ট ২০২৩ ০৫:২৬ পিএম

21
Shares

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। ফাইল ছবি

advertisement..

ছাত্রলীগের সিনিয়র নেতাদের কক্ষে ভাঙচুরের ঘটনায় ৪ কর্মীকে বহিষ্কার করেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) শাখা ছাত্রলীগ। গতকাল শনিবার শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আকতারুজ্জামান সোহেল ও সাধারণ সম্পাদক মো. হাবিবুর রহমান লিটন স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার এক জরুরি সিদ্ধান্ত মোতাবেক জানানো যাচ্ছে যে, খালিদ হাসান ধ্রুব (সদস্য), নাইম আহমেদ (কর্মী), মাহমুদুল হাসান শান্ত (কর্মী), রাইসুল ইসলাম রাতুল (কর্মী) দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র ১৭ (খ) ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা হতে তাদের সদস্য পদ স্থগিত করা হলো।

advertisement

এর আগে, গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মোশাররফ হোসেন হলে শাখা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আজিমুশ্বান নওরোজ প্রণয় (কক্ষ নং ২০৮), আরিফুল ইসলাম প্রীতম (কক্ষ নং ২১১), যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মো. বিপ্লব হোসাইনের (কক্ষ নং ২১০) এর কক্ষে হামলা চালিয়ে তালা ভেঙে ফেলে জুনিয়র কর্মীরা। বৈরি আবহাওয়া ও লোডশেডিংয়ের সুযোগ নিয়ে এ ঘটনা ঘটায় প্রায় ১৫-২০ জন কর্মী।

আরও পড়ুন: জাবিতে পাঁচ ছাত্রলীগ কর্মী বহিষ্কার

মীর মোশারফ হোসেন হলের ৪৮ ও ৪৯ ব্যাচের ছাত্রলীগ কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, হলে পলিটিক্যাল ব্লকে দীর্ঘদিন ধরেই সিট সংকট চলছে। ৪৮ ব্যাচের জন্য মোট চারটি কক্ষ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে যেখানে মোট ১৭ জন গাদাগাদি করে থাকেন। একইভাবে ৪৯ ব্যাচের ১৬ জন শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র দুইটি কক্ষ দেওয়া হয়েছে। একই অবস্থা ৫০ ব্যাচের বেলায়ও। তারা এখনো মিনি গণরুমে অবস্থান করছেন। সিট সংকটের কারণে কর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। ৪৩ ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠানের পরও তাদের হলে অবস্থান করায় ক্ষোভ থেকেই এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

জানা গেছে, বহিষ্কৃত চারজনই বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের শিক্ষার্থী। তারা সভাপতি আকতারুজ্জামান সোহেলের গ্রুপের কর্মী এবং শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম-সম্পাদক দেলোয়ার হোসেনের একান্ত অনুসারী। সহ-সভাপতি বিপ্লব হোসাইন ও প্রীতম আরিফের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বিরোধের জেরে তাদের পদ স্থগিত করা হয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ক্ষোভ প্রকাশ করে দেলোয়ার হোসেন বলেন, ‘রাতের অন্ধকারে কে বা কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তা পরিষ্কার না। পরিকল্পিতভাবে একই বিভাগের চারজনের পদ স্থগিত করা হয়েছে।’

ছাত্রলীগ কর্মী নাঈম আহমেদ বলেন, ‘আমি শাখা ছাত্রলীগের একজন একনিষ্ঠ কর্মী। ব্লকে ছাত্রলীগের অনেক কর্মী আছে যারা রাজনীতিতে সক্রিয় না। তাদের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নাই, কিন্তু আমার পদ স্থগিত করা হলো। সিনিয়র ভাইদের মধ্যে বিরোধ থাকতে পারে কিন্তু আমাদের রাজনীতিতে তো কোনো সমস্যা নেই। তাছাড়া সভাপতি-সেক্রেটারি দুজনের কেউই এই বিজ্ঞপ্তি অফিসিয়ালি প্রকাশ করেননি। আমি ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাপারে ওনাদের সঙ্গে কথা বলব।’

এ ব্যাপারে শাখা-ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি বিপ্লব হোসাইন বলেন, ‘সেদিন রাতে যা ঘটেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত করে এদের পদ স্থগিত করা হয়েছে। সভাপতি-সেক্রেটারি তদন্ত করেই ব্যবস্থা নিয়েছে। এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই।’

সহ-সভাপতি প্রীতম আরিফ বলেন, ‘সিনিয়রদের রুমে তালা ভাঙা খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। লোডশেডিংয়ের সময় চোরাগোপ্তা হামলা চালানো হয়েছে। প্রতিহিংসা থেকেই এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে। এজন্য তারা শাস্তি পেয়েছে।’